ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রণীত কয়েকটি অধ্যাদেশ রহিত/ বাতিল/ সংশোধন সম্পর্কে টিআইবি'র অবস্থান

১. অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে যাচাই–বাছাই করে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি ২ এপ্রিল ২০২৬- বৃহস্পতিবার 'মোট ৯৮টি অধ্যাদেশ হুবহু আইনে পরিণত করার জন্য সুপারিশ করেছে। যা সাধুবাদ পাবার যোগ্য। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) আইন ২০২৫, জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি দিয়ে করা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ)' অধ্যাদেশও রয়েছে। তবে আইনে পরিণত হতে যাওয়া সব অধ্যাদেশের সবই দূর্বলতাহীন নয়, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুর্বল করা হয়েছে। যেমন- সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫, স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত ৪টি সংশোধনী অধ্যাদেশও এরমধ্যে রয়েছে।

২. সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশটিতে এখনো যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে, তা মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সাংবিধানিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার পরিপন্থি। কেননা, সরকারি হিসাবে প্রাপ্য সকল রাজস্ব ও প্রাপ্তি প্রচলিত আইন, বিধি, ও পধতি অনুযায়ী নিরুপন, ও সঠিকভাবে জমা ও হিসাবভুক্ত হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষার সুযোগ বর্তমান অধ্যাদেশে রাখা হয়নি (ধারা ৬)। যা, সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থায় জবাবদিহি কমাবে - রাজস্ব নিরুপণ ও আদায়ে অনয়িম ও করফাঁকি রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ হারাবে সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি। এটিকে রাজস্ব আদায় ও নিরুপণ কার্যক্রমে যোগসাজশমূলক অনিয়ম ও কারসাজির দায়মুক্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

৩.স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত চারটি সংশোধনী অধ্যাদেশও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের দূর্বলতায় দুষ্ট। মূলত জুলাই অভ্যুত্থানের পর বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার যেমন-সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বরখাস্ত করা এবং প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা পায় সরকার। যেখানে বিশেষ পরিস্থিতি ও জনস্বার্থে সরকার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার কথা বলা হয়। কিন্তু নির্বাচিত সরকারও নিজের ইচ্ছেমত সরিয়ে দেয়ার ক্ষমতাকে স্বাভাবিকতায় পরিণত করেছে, যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী।

৪. ৯৮টির বাইরে বিচারবিভাগের স্বাধীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও পৃথক সচিবালয় বিষয়ক তিনটিসহ মোট চারটি অধ্যাদেশ বাতিল বা রহিত করতে সুপারিশ করেছে সংসদীয় বিশেষ কমিটি। এর বাইরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এবং গুম প্রতিরোধে করা জনগুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটিসহ মোট ১৬টি অধ্যাদেশ এখনই আইনে পরিণত না করে পরবর্তী সময়ে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে নতুন করে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। এর বাইরে সংশোধিত আকারে ১৫টি অধ্যাদেশ বিলে পরিণত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধ্যাদেশগুলো হচ্ছে- জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ইত্যাদি।

৫. এখানে মূলত তিনটি বিষয় স্পষ্ট, প্রথমত সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত তিনটি অধ্যাদেশকে রহিত করার মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি একেবারেই বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এই তিনটি অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি কোন টাইমলাইনও ঠিক করেনি বা ভবিষ্যতে করা হবে তার ইংগিতও দেয়নি। দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার কমিশন ও দুদকসহ ১৬টি অধ্যাদেশ পরবর্তী সময়ে শক্তিশালী করে আনার কথা বলা হয়েছে। যদিও সেই সময়কাল সুনির্দিষ্ট নয়। তৃতীয় ধাপে থাকা পুলিশ কমিশনসহ ১৫টি অধ্যাদেশ সংশোধিত আকারে এনে পাসের কথা বলা হয়েছে যদিও এসব ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন আনা হবে সেটি স্পষ্ট করা হয়নি। এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, সরকার মোটাদাগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, দুর্নীতি দমন এবং গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতেই পেছনে হাটার ইংগিত দিচ্ছে, যা দেশে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি দূরীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কাজ করতো। অন্যদিকে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, যা চরম দুর্বলতার কারণে সম্পূর্ণ বাতিলযোগ্য সেটিতে প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশনকে অধিকতর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার বিধান সংযুক্ত করে বিল আকারে পাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা হতাশাজনক।

৬. এমন বাস্তবতায় টিআইবি বাতিল হতে যাওয়া বা সংশোধনের অপেক্ষায় থাকা গুরুত্বপূর্ন অধ্যাদেশগুলো নিয়ে নিজস্ব অবস্থান তুলে ধরছে।

৭. আইনে পরিবর্তন জরুরি:

৭.১ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: দেশের বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করতে এবং দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষীত সংস্কারের অংশ হিসেবে অন্তবর্তী সরকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ এবং পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠায় যে তিনটি অধ্যাদেশ জারি করে তা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং জনআস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য অপরিহার্য। মূলত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে এবং মেধার মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে ও বিশেষ করে বিচারক নিয়োগে দলীয় রাজনৈতিক ও সরকারি প্রভাব দূর করার লক্ষ্যে 'সুপ্রিম কোর্ট বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ ২০২৫' প্রণয়ন করা হয় যেখানে বিচারক নিয়োগের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল'এর কাছে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্বতন্ত্র এই কাউন্সিল যোগ্য ব্যক্তির নাম রাষ্ট্রপতি বরাবর সুপারিশ করে। এর মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগে এক দফা নিয়োগও সম্পন্ন হয়েছে। অধ্যাদেশটি রহিত করায় বিচারক নিয়োগের বিষয়টি আবারো পুরোনো ধারায় ফিরে যাবে বা সরকার প্রধানের ইচ্ছানুমাফিক হয়ে পড়বে, যা এক পা এগিয়ে দুই পা পেছনে হাটার শামিল।

অন্যদিকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য অধস্তন আদালতের নিয়োগ, পদন্নোতি, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধান এবং একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং সচিবালয়ের সচিবকে করা হয় প্রশাসনিক প্রধান । কিন্তু সরকার রহিতকরনের পেছনে সরকার যেসব যুক্তি তুলে ধরছে তার সারমর্ম হচ্ছে, উচ্চ ও অধস্তন আদালতসহ সার্বিকভাবে বিচারবিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতের পথ রুদ্ধ করে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব ও সরকারি ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা।

৭.২ কার্যকর মানবাধিকার কমিশন এবং গুম প্রতিরোধ:

দেশে একটি কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং গুম প্রতিরোধে অন্তবর্তী সরকার প্রণীত অধ্যাদেশগুলো এখনই পাশ করতে আগ্রহী নয় বরং পরে করতে আগ্রহী। এখানে সবচ বড় বিস্ময় হচ্ছে, মানবাধিকার কমিশন ও বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা এবং গুম প্রতিরোধসংক্রান্ত বিধানের অভাবে মানুষের জীবন কতটা দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারে, তার ভুক্তভোগী ক্ষমতাসীন দলটি এর প্রয়োজনীয়তা কেন এখোনো উপলব্ধি করতে পারছে না। যেসব বিষয়কে সামনে রেখে আলোচিত অধ্যাদেশসমূহকে অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়া হলো তা আরো বেশি শংকা এবং উদ্বেগের। যেমন-

- **প্রশাসনিক স্বাধীনতা খর্ব:** কমিশনকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অধীনে রাখার সরকারের প্রস্তাব।
- **নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা:** নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্তের আগে সরকারের পূর্বানুমতি নেওয়ার বিধান যুক্ত করার দাবি (এটি দুটি অধ্যাদেশের ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের দাবী করা হয়েছে)
- **বিচারিক ক্ষমতাকে নির্বাহী ক্ষমতায় রূপান্তর:** ধারা ১৬ অনুযায়ী, কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যকে গ্রেফতার করতে হলে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু এই ক্ষমতা আদালতের বদলে সরকারের হাতে দেওয়ার দাবি।

সবচে বড় বিষয় হচ্ছে উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ই প্যারিস প্রিন্সিপালস (Paris Principles) এবং Global Alliance Network For National Human Rights Institutions (GANHRI) (GANHRI) মানদন্ড অনুযায়ী একটি স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের বাধা হিসেবে বিবেচিত। একইসাথে অধ্যাদেশ দুটোর অনুপস্থিতি Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance এর মত আন্তর্জাতিক কনভশনের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের ঝুঁকি তৈরি করবে। এমন বাস্তবতা বিবেচনায় কমিশনকে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বা ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করার পরিবর্তে কার্যকর মানবাধিকার কমিশনে রুপান্তর করা না গেলে এবং গুম প্রতিরোধ আইনে ব্যতয় করা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

৮. পূর্নমূল্যায়ন বা সংশোধন করে জরুরি ভিত্তিতে আইনে রুপান্তর করতে হবে

৮.১. দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫

দুদক সংস্কার কমিশনের যেসকল সুপারিশের ক্ষেত্রে বিএনপিসহ সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতি সহ জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং জুলাই সনদের বাইরে দুদক সংস্কার কমিশনের যেসকল প্রস্তাবে বিএনপি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে লিখিতভাবে সমর্থন জানিয়েছে, সেগুলোর আলোকে দুদক অধ্যাদেশটি সংশোধন করে অবিলম্বে সংসদে আইন হিসেবে অনুমোদনের অনুরোধ জানাচ্ছে টিআইবি। বিশেষ করেঃ

- দুদকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি জবাবদিহির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ একটি স্বাধীন বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি সৃষ্টির বিধান উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছিলো
- অধ্যাদেশে দুর্নীতি অ-আপোষযোগ্য অপরাধ উল্লিখিত হলেও একই অনুচ্ছেদে স্ববিরোধী ধারা অন্তর্ভুক্ত করে দায় স্বীকারের নামে আপোষের সুযোগ দিয়ে দুর্নীতি সুরক্ষার ‘‘ফ্লাড-গেইট” উন্মুক্ত করার ঝুঁকি সৃষ্টি করা হয়েছে।
- কমিশনার নিয়োগে অভিজ্ঞতার শর্ত প্রস্তাবিত ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২০ বছর করা হয়েছে।

- বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে আইনের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে।

তাছাড়া, নিম্নোক্ত সুপারিশগুলোকে টিআইবি সর্বোচ্চ প্রাধান্যের সাথে বাস্তবায়নের আহবান করছেঃ

ক) সংবিধানের ২০(২) সংশোধন করে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে ঘোষনা করা (সুপারিশ ১);
খ) জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষায়িত দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা (সুপারিশ ২)
গ) রাষ্ট্রীয় ও আইনী ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ ও নিরসন আইন প্রণয়ন করা (সুপারিশ ৪)
ঘ) কোম্পানি, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনের চুড়ান্ত মালিকানার স্বচ্ছতা (Beneficial Ownership Transparency) আইন প্রণয়ন ও উন্মুক্ত রেজিস্টারের মাধ্যমে প্রকাশের বিধান করা (সুপারিশ ৫);
ঙ) নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা (সুপারিশ ৬);
চ) দেশে-বিদেশে আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) সিস্টেমে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা (সুপারিশ ৯)
ছ) ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ (ওজিপি) তে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা (সুপারিশ ১০); এবং
জ) দুদক সংস্কার কমিশনের ১২ থেকে ৪৭ নং সুপারিশ সমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুদকের সহযোগিতায় অবিলম্বে প্রাধান্যের সাথে বাস্তবায়ন করা।

৮.২ তথ্য অধিকার (সংশোধন) আইন ২০২৫

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আইনে সন্নিবেশ করা জরুরি:

- **তথ্যের সংজ্ঞা:** নথির নোট সিট পর্যালোচনা করার মাধ্যমেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নথি পরিচালনকারী প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারী কে, কি, ভূমিকা পালন করেছেন তা স্পষ্ট বুঝা যায়। কাজেই উপ-ধারা ২(চ)-এ তথ্যের সংজ্ঞায় নোট সিট অন্তর্ভুক্ত করা
- **কর্তৃপক্ষের আওতা বৃদ্ধি:**
  - উপ-ধারা ২(খ)(ই)-তে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এর পাশাপাশি সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বা স্থানীয় সরকার সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান শব্দগুলো যুক্ত করা;
- ধারা ২ (খ) (উ)-তে নিম্নাক্ত সংশোধন আনা'সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বা উল্লিখিত কোন সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি বা অনুমোদনের শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন কমিশন দ্বারা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল';
- প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি: নতুন উপধারা সংযোজন ১৫(৮) প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণের পদ শূন্য হইলে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে প্রধান তথ্য কমিশনার বা ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনার নিয়োগ করিতে হইবে;
- তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি: ধারা ১৭-তে অন্যান্য কমিশন বিশেষত: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি যথাক্রমে আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের অনুরূপ নির্ধারিত করা।

৮.৩ ব্যাক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫

এই আইনটি বাস্তবায়নের পূর্বে এটির মানবাধিকার বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণ জরুরি। একইসাথে আইনটি বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষকে একই আইনের আওতাভূক্ত করতে হবে এবং এটি হতে হবে স্বাধীন।

- বিশ্বজুড়ে অনুসৃত উপাত্ত সুরক্ষা মূলনীতি (Data Protection Principles) যেমন আইনসম্মতা, মানবাধিকার প্রাধান্য, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা, উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধতা, তথ্য ন্যূনতমীকরণ, নির্ভুলতাসহ সততা ও গোপনীয়তা এবং জবাবিদিহির বিষয়গুলো বাদ দেওয়া বা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে
- উপাত্ত- জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য [ধারা ১৫(৪)] - অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচেষ্টা বা ব্যয়ের অজুহাতে (disproportionate effort or expense) উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে ১৫(৪) ছাড়ের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ছাড়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের হাতে যার অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
- ধারা ২৪-এ অব্যাহতি-সংক্রান্ত বিষয়াদিতে ‘‘অপরাধ প্রতিরোধের” নামে ব্যক্তিগত উপাত্তে ঢালাও প্রবেশাধিকারের সুযোগ রাখা হয়েছে, যা উপাত্ত সুরক্ষার নামে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার শংকা রয়েছে। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনগণের স্বার্থরক্ষার নামে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করার এখতিয়ারও রাখা হয়েছে।

৮.৪ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬

এই অধ্যাদেশটিতে কনটেন্টের মতো বিষয়কে যুক্ত করার মাধ্যমে এর ব্যাপকতা টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর বাইরে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আধেয় ব্যবস্থাপনাকেও সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। যা ভবিষ্যতে ভিন্নমত দমনের হাতিয়ার হবার শংকা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দুটি ধারা যেমন-

- “(২ক) “ওভার দ্যা টপ (ওটিটি)” অর্থ এমন সকল ধরনের কনটেন্ট, সেবা, পরিষেবা বা অ্যাপ্লিকেশন, যাহা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রান্তিক ব্যবহারকারীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে সরবরাহ, সম্প্রচার, প্রবাহন (streaming) বা প্রাপ্তিযোগ্য করা হয়, এবং যাহার জন্য পৃথক টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপন বা ব্যবহারকারীর প্রান্তে নেটওয়ার্ক সংযোগের মালিকানা প্রয়োজন হয় না;”;
- (২খ) “কনটেন্ট” অর্থ এমন কোনো ইলেকট্রনিক রেকর্ড, তথ্য বা উপাত্ত, যাহাতে বা যাহা হইতে ছবি, প্রতিচ্ছবি, লেখা, শব্দ, শব্দচিত্র, ভিডিও, সংকেত বা অন্যান্য দৃশ্যমান, শ্রবণযোগ্য অথবা উভয়প্রকার উপাদান সৃষ্ট, প্রদর্শিত, সংরক্ষিত, প্রেরিত, গৃহীত বা প্রাপ্তিযোগ্য হয়; এবং যাহা কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাস, মাইক্রোফিল্ম, কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত মাইক্রোফিচ, সার্ভার বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমের দ্বারা ধারণ বা পরিবেশিত হয়।

৮.৫ সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫

একটি বহুল প্রত্যাশিত আইন যা অধ্যাদেশ আকারে জারি হয়েছিল কিন্তু এই অধ্যাদেশে কিছু মৌলিক ঘাটতি রয়েছে যা এই আইনের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধক এবং মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সাংবিধানিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা পরিপন্থি। এই অধ্যাদেশের নিম্নোক্ত মৌলিক ঘাটতি পূরন করে আইনে রুপান্তর আবশ্যক।

১. সরকারি হিসাবে প্রাপ্য সকল রাজস্ব ও প্রাপ্তি প্রচলিত আইন, বিধি, ও পধতি অনুযায়ী নিরুপন, ও সঠিকভাবে জমা ও হিসাবভুক্ত হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষার সুযোগ থাকতে হবে (ধারা ৬)। অন্যথায়, সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থায়

জবাবদিহি কমবে - রাজস্ব নিরুপণ ও আদায়ে অনিয়ম ও করফাঁকি জবাবদিহির বাইরে থাকবে এবং মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সাংবিধানিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করবে।

২. মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রয়োজনে আঞ্চলিক, আর্ন্তজাতিক বা বিদেশি সংস্থার সাথে পরামর্শ ও সহযোগিতা আদান-প্রদান করতে পারবেন এবং চুক্তি করতে পারবেন (ধারা ১৭)

৩. মহা হিসাব-নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমুহ (ধারা ১৮) রাষ্ট্রপতির নিকট পেশের অব্যবহিত পরই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। এর ফলে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কার্যকরতা ও সময়োপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং আর্ন্তজাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ।

৪. মহা হিসাব-নিরীক্ষক বিধি প্রণয়ন করতে পারবে (ধারা ১৯) যা এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করবে।

৫. জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে যা রাষ্ট্রীয় তহবিলের ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি করবে।

৮.৬ রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ ২০২৫

- এনবিআর-এর কাঠামো পুনর্গঠন করে ‘রাজস্ব নীতি বিভাগএবং ‘রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ’ নামে দুটি আলাদা বিভাগ গঠন করা হয়েছে। রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রস্তুতিহীনতা এবং অদূরদর্শিতার প্রদর্শনী ঘটেছে, রাজস্ব কর্মকর্তা কর্মচারীদের অভূতপূর্ব আন্দোলন এবং তা দমনে চাকরিচ্যুতি থেকে শুরু করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে রাজস্ব খাতে অস্বস্তি এবং আস্থার সংকট তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল সমস্যা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে রাজস্ব আদায়কারী বিভাগটিকে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতপূর্বক স্বতন্ত্র সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ হিসেবে রূপান্তরিত না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কতৃত্বের প্রতিনিধিত্বকারী আর্থিক বিভাগেরই আওতাধীন রাখা হয়েছে।

৯. বাতিল করা জরুরি

৯.১ পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ (বাতিল করতে হবে)

পুলশিকে একটি জনবান্ধব এবং একটি পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পুলিশ কমশিন গঠন প্রয়োজন তার কোন প্রতফিলনই অধ্যাদেশটিতে হয়নি। যা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে প্রস্তাবিত বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে জুলাই সনদে অর্ন্তভুক্ত সুপারিশ ও সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক।

- পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পুলিশ কমিশনের প্রত্যাশা পদদলিত করে এমনকি ‘স্বাধীন’ বা ‘নিরপেক্ষ’ শব্দগুলো ব্যবহার না করে শুধুমাত্র একটি ‘সংবিধিবদ্ধ সংস্থা’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। একই সাথে এর গঠন, কার্যপরিধি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিধানসমূহ এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে প্রস্তাবিত বএিনপি ও সকল রাজনতৈকি দলরে সম্মতি সহ জুলাই সনদে অর্ন্তভুক্ত সুপারিশ ও সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্যদিকে এ অধ্যাদেশের বলে যদি পুলিশ কমিশন গঠিত হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণভাবে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশি ও প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান, যা এধরনের কমিশনের মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হবে;

- পুলিশ কমিশন গঠনে পুলিশ কমিশনের সদস্য হিসেবে একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা (গ্রেড-১) ও একজন সাবেক পুলিশ সদস্যকে (গ্রেড-১) অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি এবং সাবেক পুলিশ সদস্যকে কমিশনের সদস্য সচিবের কর্তৃত্ব প্রদান করা করা হয়েছে; যা বাংলাদেশ তথা বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। এভাবে সাবেক পুলিশ সদস্যকে সদস্য-সচিবের কর্তৃত্ব প্রদান করে প্রস্তাবিত কমিশনের চেয়ারপার্সন ও অন্য কমিশনারদের পদমর্যাদা ও কর্ম-সক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে। একই সাথে কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা তার অবসর গ্রহণের পূর্বের পদমর্যাদার সমরূপ করা এবং সদস্যদের পদমর্যাদা নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, কমিশনের নিরপেক্ষতাকে পদদলিত করা ও কমিশনে সরকার এবং নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;
- পুলিশ কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্য নিয়োগের বাছাই কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে, যার ফলে কমিশন গঠন ও কাজে ক্ষমতাসীন সরকারের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে;
- সরকারকে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করার এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। প্রথম তিন বছর এই সংখ্যার কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি এবং পরবর্তীতে ৩০ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হলেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার জন্য এ হারও যথেষ্টের চেয়ে বেশি

৯.২ জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ ২০২৫ (বাতিল করতে হবে)

এই অধ্যাদেশটিতে এমন একটি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে যে একই সাথে তথ্য আন্ত: পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ একইসাথে নিয়ন্ত্রক ও সেবা দাতা, যা স্বার্থের সংঘাত তৈরি করবে।

- ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ আলোকে সকল প্রকার উপাত্তের (ডেটা) ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচালন এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আলাদা এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে অর্পণ করা হয়েছে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হাতে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুযায়ী সাধারণত এই ধরনের কর্তৃপক্ষ উপাত্ত সুরক্ষা আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গঠিত হয়;
- জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা "কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে" বলা হলেও এই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বাছাই করবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি। যার ফলে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই প্রক্রিয়ায় সরকারের পছন্দ এবং অনুগত লোকজনই এই সুযোগ লাভ করবেন বলে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে;
- কর্তৃপক্ষ একইসাথে অধ্যাদেশটির অধীনে নিজেকে একটি আন্তঃপরিচালন গেটওয়ে বা ঘজউউঢ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ নিজেই একটি ডেটা পরিচালন অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে, যা সুস্পষ্ট স্বার্থের দ্বন্দ্বযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে।